গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

(শুল্ক)

স্থায়ী আদেশ নং-৪৭/৯৮/শুল্ক।

তারিখঃ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫ বাং / ১১ই জুন, ১৯৯৮ ইং

বিষয়: আমদানী পণ্যের চালান খালাসে "ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতি" (Rapid Clearance Procedure) প্রবর্তন।

আমদানী পণ্যের চালান দ্রুত খালাস নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই আদেশের ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আমদানীকারক কর্তৃক আমদানীকৃত সকল পণ্য এবং এ আদেশের ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পণ্য সমূহের শুল্ক খালাসের ক্ষেত্রে "ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতি" প্রবর্তন করা হলো। এ পদ্ধতির প্রকৃতি, আওতা এবং বৈশিষ্ট নিম্নরূপঃ–

২। অনুমোদিত শুল্ক ষ্টেশন সমূহের মাধ্যমে নিম্ন বর্ণিত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা কর্তৃক আমদানীকৃত সকল পণ্য ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতির আওতাভুক্ত হবেঃ–
(ক) সকল সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান;
(খ) কূটনৈতিক মিশন;
(গ) কূটনৈতিক সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গ;
(ঙ) বিশেষ সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ।

৩। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত, আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও যেকোন বাণিজ্যিক আমদানীকারক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পণ্য সমূহ আমদানী ক্ষেত্রে ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতির সুবিদা গ্রহণ করা যাবেঃ–

(১) চাল (২) গম (৩) তুলা (৪) পাল্প (৫) ক্লিংকার (৬) চামড়া (৭) ত্রাণ সামগ্রী ও (৮) প্রাক-যানজাতকরণ পরিদর্শন সংস্থার প্রত্যয়নপত্রের (ঈজঋ) ভিত্তিতে আমদানীকৃত পণ্য।

৪। ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতির আওতায় আমদানীকারক বা তাঁর মনোনীত সি,এন্ড,এফ এজেন্ট শুল্কায়িত চালানোর প্রযোজ্য শুল্ক কর ট্রেজারী বা ব্যাংকে জমা প্রদান করবেন এবং পণ্য খালাসের উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ছাড় পত্র গ্রহণের জন্য কমিশনার কর্তৃক মনোনীত শুল্ক কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করবেন। উক্ত শুল্ক কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে উহাতে "নিয়ন্ত্রণ হতে নিষ্ক্রান্ত " বা আউটপাস সীল ও স্বাক্ষর প্রদান করে চালান সমূহ খালাস দিবেন।

৫। এই পদ্ধতির আওতাভুক্ত চালান সমূহের ক্ষেত্রে পণ্য খালাস পর্যায়ে কায়িক পরীক্ষা (physical examination) করা হবে না।

৬। ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতির আওতাধীন চালান সমূহ খালাস পর্যায়ে আনস্টাফিং (Unstuffing) সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতা বহির্ভূত থাকবে।

৭। এই পদ্ধতিতে খালাসকৃত চালান সমূহ খালাস পরবর্তী কালে অডিট করার জন্য কমিশনার খালাসোত্তর অডিট সেল (Post Clearance Audit Cell) গঠন করবেন। খালাসকৃত চালান সমূহের আমদানী সংশ্লিষ্ট সকল দলিল বিশেষ ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং চালান খালাসের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবশ্যই খালাসোত্তর অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৮। খালাসোত্তর অডিট সেল খালাসোত্তর অডিট (Post Clearance Audit) কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতির চালান সমূহের নথি/বিল অব এন্ট্রি চালান খালাসের অব্যবহিত/ পর উক্ত সেল এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। নথি বা বিল এন্ট্রি প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৯। পণ্যের চালান খালাসোত্তর কালে খালাসোত্তর অডিট সেল এর কর্মকর্তা প্রয়োজনে কমিশনারের অনুমতিক্রমে অডিটের উদ্দেশ্যে আমদানীকারকদের অফিস, ব্যবসা প্রাঙ্গন ও গুদাম পরিদর্শন পূর্বক সংরক্ষিত দলিল পত্র, রেজিষ্টার ও অন্যান্য সকল আনুসাংগিক বিষয় যাচাই বা পরীক্ষা করতে পারবেন।

১০। অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকির কোন ঘটনা খালাসোত্তর অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হলে আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সি, এন্ড, এফ এজেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন সমূহের আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। বিদ্যমান আমদানী নীতি আদেশে উল্লিখিত আমদানী নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত আমদানীযোগ্য পণ্য চালান খালাসের ক্ষেত্রে ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে না।

১২। কোন আমদানী চালান সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত সন্দেহ, অভিযোগ কিংবা প্রতিকূল কোন গোপন বা প্রকাশ্য তথ্য বা সংবাদ পাওয়া গেলে উক্ত চালানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে না।

১৩। এই পদ্ধতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুল্ক ভবন/স্টেশনের সংশ্লিষ্ট কমিশনার বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে বিস্তারিত পদ্ধতি প্রণয়ন পূর্বক গণবিজ্ঞপ্তি জারী করতে পারবেন। ত্বরিৎ খালাস পদ্ধতির আওতাভুক্ত চালান সমূহ পৃথকভাবে চিহ্নিত করে কম্পিউটার / রেজিস্টারে ধারণ করতে হবে এবং এ পদ্ধতিতে খালাসকৃত চালান সমূহের একটি ত্রৈমাসিক বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে শুল্ক স্টেশনের মতামত / সুপারিশসহ নিয়মিতভাবে প্রেরণ করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষর/-
(মোঃ মাসুদ সাদিক)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।